প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর ২৫০ হাদীস শরীফ

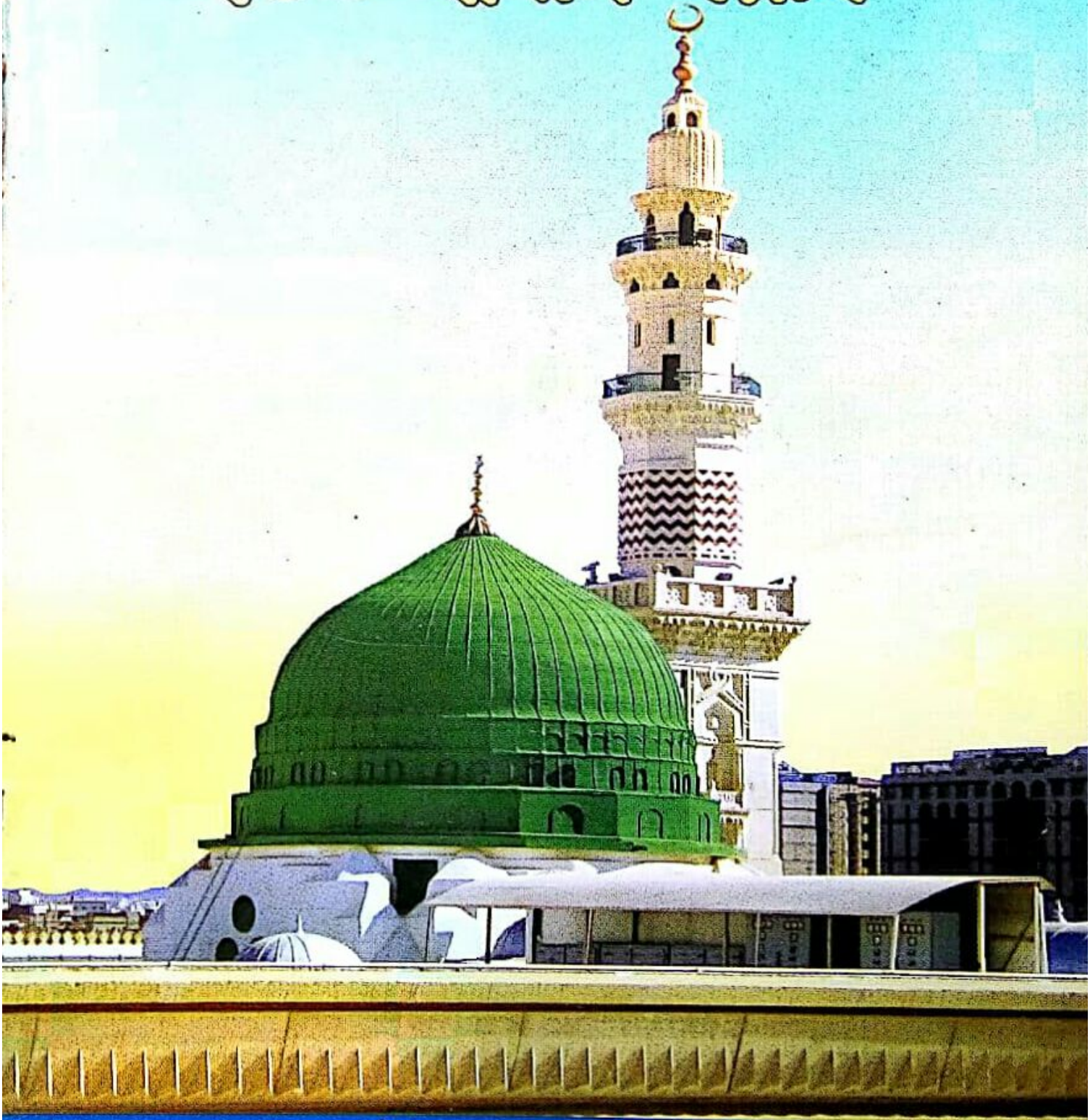

মাওলানা সৈয়্যদ শাহ্‌মীর সোহেল
বড়লিয়া রহমানিয়া দরবার শরীফ, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর ২৫০ হাদীস শরীফ

রচনায় :

মাওলানা সৈয়্যদ শাহমীর সোহেল

কামিল হাদীস (এম.এ)

শাহজাদা : বড়লিয়া রহমানিয়া দরবার শরীফ

গ্রাম : বড়লিয়া, থানা : পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮২৩-৮২৯০৫৩

✷

প্রকাশ কাল :

ডিসেম্বর ২০১৪ ইংরেজী

রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরি

✷

মূল্য :

২০/- (বিশ টাকা) মাত্র

✷

প্রাপ্তিস্থান :

বড়লিয়া রহমানিয়া দরবার শরীফ

গ্রাম : বড়লিয়া, থানা : পটিয়া, চট্টগ্রাম।

ঈমান

১। রাসূল (সঃ) বলেন, ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং ইসলামের বুনিয়াদ বা মূল বিষয়ের উপর আমল করা। (ইবনে মাজাহ)

২। রাসূল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে রাসুল হিসাবে মেনে নিয়েছে, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (মুসলিম)

৩। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, ঈমান হল- আল্লাহ, ফেরেস্তাগণ, নবী ও রাসূলগণ, কিতাব সমূহ, আখেরাত এবং তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। (মুসলিম)

৪।হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। (তিরমিজি)

৫।হযরত মুহাম্মদ (সঃ)বলেন, যার ভেতর আমানত নেই সে ঈমানদার নয়।(মুসলিম)

৬।হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, সেই ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার যার হাত ও মুখ হতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকেন। (বুখারি ও মুসলিম)

৭। রাসুল (সঃ) বলেন,আল্লাহ তায়ালা ঈমান ছাড়া কোন আমল গ্রহন করেন না। (তিরমিজি)

৮।রাসুল (সঃ) বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান হল- আল্লাহ্কে ভালবাসা। (ফেরদাউস)

নামাজ

৯।হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ হল, সময় মত নামায আদায় করা। (বুখারি ও মুসলিম)

১০। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম হিসাব হবে নামাজের যার নামাজ ঠিকভাবে হবে সে কৃতকার্য হবে। (তিরমিজি)

১১। রাসুল (সঃ) বলেন, সবচেয়ে ভাল স্থান হল মসজিদ এবং খারাপ জায়গা হল বাজার। (বায়হাকী)

১২। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, একাকী নামাজ পড়া থেকে জামাতে নামাজ পড়লে ২৭ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। (বুখারী)

১৩। রাসুল (সঃ) বলেন, যে ব্যাক্তি নিয়মিত নামাজ আদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী)

১৪। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, তোমাদের সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাদের নামাজ পড়ার নির্দেশ দাও। ১০ বছর হলে নামাজের জন্য শাসন কর।(আবু দাউদ)

১৫। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, সবচেয়ে উত্তম আমল হলো ঠিক সময় নামাজ আদায় করা। (বুখারী)

১৬। রাসুল (সঃ) বলেন, মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্যের চিহ্ন হল নামাজ। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, মসজিদের দিকে থুথু ফেলবেনা।(আদাবুল মুফরাদ)

১৮। রাসুল (সঃ) বলেন, ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম হলো তাহাজ্জুদ নামাজ। (মাকবুল ঈমান)

১৯। রাসুল (সঃ) বলেন, নামাজ হল বেহেশ্তের চাবি। আর নামাজের চাবি হল পবিত্রতা।(তিরমিজি)

রোজা

২০। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঢাল হলো রোজা। (মিশকাত)

২১। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন,, রোজা মানুষের জন্য ঢালস্বরুপ। যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভঙ্গ না করে। (নাসারী)

২২। রাসুল (সঃ) বলেন, প্রত্যেক জিনিসের যাকাত রয়েছে। শরীরের যাকাত হলো রোজা (ইবনে মাজাহ্)

২৩। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, আল্লাহ পাক বলেছেন রোজা একমাত্র আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমি নিজ হাতে প্রদান করব। (হাদিসে কুরসি)

২৪। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, রমজানে দোজখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং আসমানে আল্লাহর রহমতের দরজা খুলে দেন এবং শয়তানদিগকে বন্দি করে রাখেন। (নাসায়ী)

২৫। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, রমজান মাসের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ আনেক ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। (ইবনে মাজাহ্)

২৬। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি রোজাদারকে পানি পান করাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন। (ইবনে মাজাহ্)

২৭। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, বেহেশ্‌তের ৮টি দরজা আছে। তার একটি হল রাইয়ান। এ দরজা দিয়ে কেবলমাত্র রোজাদাররাই প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৮। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আমল পরিত্যাগ করল না তার জন্যে পানাহার পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

যাকাত

২৯। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, ব্যভিচারের কারণে দেশে মহামারি দেখা দেয়, আর যাকাত আদায় না করলে দেশে মহামারি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। (ছোহাহ্)

৩০। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি তার পালন করা পশুর যাকাত আদায় না করবে, কিয়ামাতের দিন ঐ পশু তার মালিককে আঘাত করবে এবং পদদলিত করতে থাকবে। (ছোহাহ্)

৩১। রাসুল (স:) বলেন, যে যাকাত আদায় করে না তার কোন ইবাদাত কবুল হয় না। (ছোহাহ্)

৩২। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, তোমাদের সঞ্চয়কৃত অতিরিক্ত অর্থ পবিত্র করার জন্যে আল্লাহ তোমাদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন। (ছোহাহ্)

হজ্জ

৩৩। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে এহরাম বাঁধে তার পূর্বের সকল পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ)

৩৪। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, হজ্জ ফরজ হলে তা তাড়াতাড়ি আদায় করবে, কেননা আল্লাহ জানেন যদি কোন বিপদ এসে যায়। (আবু দাউদ)

পবিত্রতা

৩৫। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যখন কোন মুমিন ব্যক্তি অজু করে তখন তার সমস্ত গুনাহ্ ঝরে যায়। (নাসায়ী)

৩৬। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, অজু ছাড়া নামাজ হয়না আর হারাম ভাবে উপার্জিত মালের দান গ্রহনযোগ্য নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৭। রাসুল (স:) বলেন, মেসওয়াক মুখ পরিষ্কার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করে। (নাসায়ী)

মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক

৩৮। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে যুবক কোন বৃদ্ধকে সম্মান করে। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবেন যে উক্ত যুককের বৃদ্ধকালে তাকে সম্মাম করবে।(তিরমিজি)

৩৯। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, মুমিন সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। (বুখারী)

৪০। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই সে তাকে অত্যাচার ও করে না, অপমান ও করে না। (মুসলিম)

৪১। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, তিন দিনের বেশি সময় এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে পরিত্যাগ করা জায়েজ নয়। এর মধ্যে মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে যাবে। (আবু দাওদ)

পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য

৪২। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, কবিরা গুনাহগুলোর মধ্যে মারাত্মক গুনাহ্ হলো- শিরক করা ও পিতামাতার নাফরমানী করা। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৩।হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, তিনটি দোয়া আল্লাহর দরবারে গ্রহনিয়। (১) পিতা মাতার দোয়া (২) মোসাফিরের দোয়া। (৩) মজলুমের দোয়া। (তিরমিযি)

৪৪।হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, পিতা মাতার সন্তুষ্টিই হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। পিতা মাতার অসন্তুষ্টিই হল আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিযি)

৪৫। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্য আচরণ করেও তাদের গালি দেয়, সে অভিশপ্ত ও হতভাগ্য। (তিব্‌রানী)

৪৬। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, পিতা মাতার অবাধ্য চারণকারীর ফরয কিংবা নফল কিছুই কবুল হয় না। (ইবনে আছেম)

৪৭। রাসুল (স:) বলেন, পিতা মাতাকে অভিশাপ দেয়া কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী, মুসলিম)

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য

৪৮। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয় সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম)

৪৯। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর উপন অত্যাচার করল, সে যেন আমার উপরে অত্যাচার করল। এবং স্বয়ং আল্লাহর উপর ও অত্যাচার করল। (ছোহাহ)

৫০। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি তাহার বন্ধু বান্ধবের সাথে আচার ব্যবহারে উত্তম এবং যে তাহার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম সে আল্লাহর নিকট ও উত্তম। (তিরমিজি)

৫১। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা তোমাদের জন্য হারাম। (ছোহাহ)

৫২। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, আল্লাহ সকল আমল কবুল করেন কিন্তু আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর আমল কবুল করেন না। (আহ্মদ)

৫৩। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, গরিব দুঃখীকে দান- খায়রাত করলে একটি পুণ্য এবং আত্মীয়বর্গকে দান করলে দুইটি পূণ্য। (ইবনে মাজাহ্, নাসায়ী)

ইয়াতীমের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

৫৪। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, কোন মু'মীন ব্যক্তি যদি কোন ইয়ামীতকে লালন-পালনের জন্য নিজ বাড়িতে নিয়ে যায় এবং সে যদি কোন গুণাহ না করে তা হলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (তিরমিযি)

৫৫। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যারা জুলুম করে ইয়াতীমের মাল খাবে। রোজ কেয়ামতে তাদেরকে এমন অবস্থায় কবর থেকে উঠানো হবে যে তাদের মুখ থেকে আগুনের কুন্ডলি বের হতে থাকবে। (আবু হায়ালা)

৫৬। রাসুল (স:) বলেন, ইয়াতীমগণের মাল জুলম করে ভক্ষণ করা কবিরা গুনাহ্। (হাকেম)

৫৭। রাসুল (স:) বলেন, ইয়াতীমগণের মাল আত্মসাত ধ্বংস ডেকে আনে। (বুখারী ও মুসলীম)

৫৮। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, আমি ও ইয়াতিমের অবিভাবকগণ কেয়ামাতের ময়দানে এরূপভাবে থাকব যে রূপ আমার তর্জনী ও মধ্যমা আংগুল পাশাপাশি রয়েছে। (তিরমিযি)

৫৯। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করায় মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে। (বুখারী ও মুসলিম)

৬০। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি কোন ইয়াতিমের মাথার হাত বুলায় তার মাথার চুল পরিমাণ নেকী পাবে। (তিরমিযি)

হালাল উপার্জন

৬১ হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, মাপে কম দিলে দুর্ভিক্ষ আসে যে ভাবে ব্যভিচার করলে দেশে প্লেগ আসে। (ইব্নে মাজাহ)

৬২ হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন জমি দখল করে কেয়ামাতের ময়দানে তাকে সাত স্তর নিচে প্রথিত করে দেয়া হবে। (বুখারী)

৬৩ হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে জমির সীমা পরিবর্তন করে, আল্লাহ তার প্রতি অভিশাপ দিতে থাকেন। (মুসলিম)

ধৈর্য

৬৪। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, মাথার সাথে দেহের যে রূপ সম্পর্ক ঈমানের সাথে ধৈর্যের সেরূপ সম্পর্ক (ছগির)

৬৫। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, ধৈর্য দানশীলতা থেকে উত্তম। (আহমদ)

৬৬। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, বিপদে ধৈর্য ধারণ করাই মহত্ত্বের বিধান।(ছোহাহ)

দয়া ও ক্ষমা

৬৭। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ দয়ালু, তিনি দয়ালুকে ভাল বাসেন। দয়ালুকে যা দান করেন নির্দয়কে তা দান করেন না। (মুসলিম)

৬৮। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যারা মধ্যে দয়াগুণ নেই সে সমস্ত গুণ থেকে বঞ্চিত। (মুসলিম)

৬৯। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর রোগীর সেবা কর।(বুখারী)

৭০। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করে না। (মেশকাত)

৭১। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট প্রিয় যে তার সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করে। (বায়হাকী)

ক্রোধ বা রাগ

৭২। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং অসদ্ব্যবহার করলে মাফ করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে রক্ষা করবেন। (বুখারী)

৭৩। রাসুল (স:) বলেন, তোমাদের মধ্যে কারো রাগ হলে সে যেন অজু করে নেয়। (আবু দাউদ)

অহংকার ও হিংসা

৭৪। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, কারো অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকলে সে জান্নাতে যাবে না। (মুসলিম)

৭৫। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, কোয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ পাক তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না। (১) অহংকারী।(২) বৃদ্ধ যেনাকার। (৩) মিথ্যাবাদী। (মুসলিম)

৭৬। রাসুল (স:) বলেন, হিংসুক কখন ও বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম)

৭৭। রাসুল (স:) বলেন, কোন লোকের মধ্যে হিংসা ও ঈমান একত্রে থাকতে পারে না। (মুসলিম)

৭৮। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, কোন মুসলমানের নিন্দা করা, সুদ খাওয়া হত্যা করা মুসলমানের জন্য হারাম।

৭৯। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি পরনিন্দা করবে কেয়ামতের দিন তার আকৃতি হবে কুকুরের মত। (ছোহাহ)

মিথ্যা কথা বলা

৮০। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, বড় গুনাহগুলো হল। (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা। (২) মিথ্যা কথা বলা। (৩) পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া। (বুখারী)

৮১। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, আগুন যেমন করে কাঠকে পোড়াইয়া দেয়, মিথ্যা তেমনি নেক আমল পোড়াইয়া দেয়। (ছোহাহ)

লজ্জাশীলতা

৮২। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। (বুখারী)

৮৩। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, মানুষের ভেতর থেকে যখন লজ্জা চলে যায় তখন সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে।

৮৪। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, প্রত্যেক ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইসলামের বৈশিষ্ট্য হল লজ্জাশীলতা। (ইব্নে মাজাহ)

৮৫। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, লজ্জা মানুষকে সম্মানিত করে আর নির্লজ্জতা মানুষকে অপমানিত করে। (তিরমিজি)

৮৬। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, লজ্জা কল্যাণ ছাড়া কিছুই আনয়ন করে না। (বুখারী)

৮৭। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যাবতীয় গুণের মধ্যে লজ্জা হল উৎকৃষ্ট গুণ। এর দ্বারা মানুষ সফলতা অর্জন করে। (বুখারী)

আমানত

৮৮। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যার মাধ্যে আমানতদারী নেই সে ঈমানদার নয়। (মিশকাত)

৮৯। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, মুনাফিকের চিহ্ন হল তিনটি। (১) আমানতের খিয়ানত কর। (২) কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলা। (৩) ওয়াদা ভঙ্গ করা। (বুখারী)

সকালে ঘুম থেকে উঠা

৯০। রাসুল (স:) বলেন, ভোরে ঘুমিয়ে থাকলে রিযিক বন্ধ হয়ে যায়। (আহমদ)

৯১। রাসুল (স:) বলেন, তোমরা সকালে ঘুম থেকে উঠ এতে বড়ই প্রতিদান আছে। (বায়হাকী)

সালাম দেওয়া

৯২। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, এক মুমিনের উপরে অন্য মুমিনের বিশেষ কর্তব্য হল সালাম দেওয়া। (বুখারী)

৯৩। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, তোমরা যখন কোন গৃহে প্রবেশ করো তখন তোমরা সালাম দাও যখন বাহির হও আবার সালাম দাও।

৯৪। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে প্রথমে সালাম দেয়। (মেশকাত)

৯৫। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে সালাম দেয় তাকে বেশী প্রতিদান দেয়া হয়। (মেশকাত)

৯৬। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, আরোহী ব্যক্তি পায়ে হাটা ব্যক্তিকে এবং পায়ে হাটা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে সালাম দিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

যিকির

৯৭। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, আল্লাহর যিকির হল অন্তরের সুস্থতা। (ছোহাহ)

৯৮। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, উত্তম হল ঐ ব্যক্তি যে সর্বদা আল্লাহর যিকির করে। (বায়হাকী)

৯৯। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, পরিপূর্ণ শোকর হল আলহামদুলিল্লাহ্। (তিবরানী)

মেহ্মানদারী

১০০। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন তার মেহ্মানকে সম্মান করে। (বুখারী, মুসলীম)

১০১। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, অন্তত একদিন এক রাত্রি মেহমানদারী করা অবশ্য কর্তব্য। অতঃপর তিনদিন বা তারপর আরো অবস্থান করলে তাকে দান হিসাবে মনে করতে হবে। গৃহকর্তার অসুবিধা সৃষ্টি করে মেহমানের অবস্থান জায়েজ নয়। (বুখারী, মুসলীম)

রোগীর সেবা করা

১০২। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, পীড়িত বা রোগীর সেবা যত্নকারী নিজ ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের পথে চলতে থাকে। (মুসলিম)

১০৩। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, রোগীর সেবা যত্ন করার অর্থ হচ্ছে, জান্নাতের ফুল তোলার ন্যায়। (তিরমিজী, মুসলিম)

১০৪। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যখন তুমি কোন পীড়িত ব্যক্তির নিকট হাজির হও, তখন তার জন্যে দোয়া করতে বলো। কেননা, তাদের দোয়া-ফরিয়াদ ফেরেশতাদের দোয়ার সমতুল্য। (ইবনে মাজাহ)

১০৫। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, তোমরা যখন কাউকে দেখতে যাও তখন তার কষ্টের জন্য শান্তনা দাও এবং বল, তুমি শিঘ্রই ভাল হয়ে যাবে ও দীর্ঘজীবী হবে। (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)

শোকর আদায় কর

১০৬। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, উপকৃত ব্যক্তি যদি উপকারী ব্যক্তিকে বলে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনার মংগল করুন। তখন সে তাহার নিকট পূর্ণ কৃতজ্ঞতা বা শোকরিয়া প্রকাশ করল। (তিরমিজী)

১০৭। নবীজী বলেন, যে লোক মানুষের নিকট কৃতজ্ঞ নহে, সে আল্লাহ পাকের নিকটও কৃতজ্ঞ হয় না। (তিরমিজী, বুখারী)

সৎ চরিত্র

১০৮। রাসুল (স:) বলেন, তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম লোক, যারা সচ্চরিত্রের অধিকারী। (বুখারী)

১০৯। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে মু'মিনের চরিত্র ভাল, সে দিনে রোযা রাখা এবং রাত জেগে ইবাদত করার সমান সওয়াব পায়। (আবু দাউদ)

১১০। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে লোকের চরিত্র ভাল, কিয়ামতের দিন সে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে, তার আমল যত কমই থাকুক না কেন। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া

১১১। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, আমি তোমাদের সবচেয়ে সহজ ও সোজা ইবাদত জানিয়ে দিতে চাই। তা হলো, নীরব থাকা এবং চরিত্রের সাধুতা রক্ষা করা। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

১১২। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, কিয়ামতের দিন আমার নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় হবে, যার চরিত্র সবচেয়ে ভাল। (আবু দাউদ

১১৩। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্ট জগতের উপর দয়া করে না, আল্লাহ্ তা'য়ালাও তার প্রতি রহম করেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৪। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি কারো ভুল-ত্রুটি মাফ করে না, আল্লাহ্ তা'য়ালাও তার পাপ মাফ করেন না। (আহ্মদ)

১১৫ ।হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের চাকরকে বিনা কারণে মারধোর করে, কিয়ামতের দিন তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। (তিবরানী)

১১৬। রাসুল (স:) বলেন, দুর্ব্যবহারকারী ব্যক্তি বেহেশ্তে যেতে পারবে না। (আহমদ)

ভাল কথা আলোচনা

১১৭। রাসুল (স:) বলেন, মুসলমান ভাইয়ের সাথে হেঁসে কথা বলাও এক রকমের সদকা। (তিরমিজি)

১১৮। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, মুসলমান ভাইয়ের সাথে হেসে কথা বলা এবং অন্ধকে পথ দেখানো সদ্কার মধ্যে পরিগণিত। (ইবনে হিব্বান)

চোগলখুরী করা

১১৯। রাসুল (স:) বলেন, চোগলখোর ব্যক্তি বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

১২০। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, চোগলখোর আল্লাহর জঘন্যতম সৃষ্টি। (আহমদ)

১২১। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে চোগলখুরী করে এবং গালাগালি করে তার স্থান হবে দোযখে। (তিবরানী)

গীবত করা

১২২। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে লোক কারও দোষ গোপন করলো এবং তার সম্মান রক্ষা করলো সে যেন মুমূর্ষু লোককে রক্ষা করলো। (ইবনে হিব্বান)

১২৩। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে লোক তার ভাইয়ের কোন দোষ লক্ষ্য করেও তা সবখানে প্রচার করে না, আল্লাহ্ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তার সকল দোষ গোপন রাখবেন। (তিবরানী)

১২৪ ।হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ্ তা'য়ালা ইহকাল ও পরকালে তার দোষ গোপন রাখবেন। (মুসলিম)

১২৫ ।হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন, যে কারও দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। (মুসলিম)

ধোঁকাবাজ

১২৬। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজ সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (মুসলিম)

১২৭। নবীজী বলেন, ধোঁকাবাজ ও দাগাবাজের স্থান জাহান্নামে। (তিবরানী)

১২৮। নবীজী বলেন, ধোঁকাবাজ ও আমানত নষ্টকারীর স্থান জাহান্নামে। (বায়হাকী)

কৃপণতা

১২৯। নবীজী বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা দানশীল ব্যক্তিকে বেহেশ্তে এবং কৃপণকে দোজখে নিক্ষেপ করবেন। (ইসপাহান)

১৩০। রাসুল (স:) বলেন, কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ হতে দূরে, বেহেশ্ত থেকে দূরে এবং মানুষ থেকেও দূরে, কিন্তু সে দোজখের নিকটবর্তী। (তিরমিজি)

১৩১। নবীজী বলেন, কৃপণতা মানুষের ইহকাল ও পরকাল, ধ্বংস করে। তিবরানী)

ঋণ করা

১৩২। নবীজী বলেন, ঋণ একটি তীর বিশেষ। যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা কারো সম্মান ও

মর্যাদা নষ্ট করতে চান তখন তার উপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেন। (হাকেম)

১৩৩। নবীজী বলেন, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ঋণ আদায় করে না, সে ব্যক্তি জালিম। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৪। নবীজী বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে ঋণ পরিশোধ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

সততা

১৩৫। নবীজী বলেন, সততা অন্তরে শান্তি আনে। (তিরমিজি)

১৩৬। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে, আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে 'সিদ্দীক' বলে অভিহিত করা হয়। (বুখারী)

১৩৭। নবীজী বলেন, মিথ্যা থেকে দূরে থেকো। কেননা, মিথ্যাবাদীদের স্থান হবে অন্যান্য পাপীদের সাথে দোজখের অগ্নিকুন্ডে। (ইবনে হিব্‌বান)

১৩৮। নবীজী বলেন, যখন কোন লোক মিথ্যা কথা বলে তখন তার মুখ থেকে একটি দুর্গন্ধ নির্গত হতে থাকে, তা সহ্য করতে না পেরে রহমতের ফেরেশ্‌তাগণ দূরে সরে যান। (আহমদ)

খারাপ কথা বলা

১৩৯। নবীজী বলেন, খারাপ কথা বলা জুলুম। আর জুলুমের স্থান জাহান্নামে। লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, মু'মিনের স্থান বেহেশ্‌তে। (আহমদ ও তিরমিজি)

১৪০। নবীজী বলেন, খারাপ কথা বলা মুনাফিকের কাজ। (তিরমিজি)

১৪১। নবীজী বলেন, আল্লাহ্ যখন কোন ব্যক্তিকে ধ্বংস করতে চান তখন তিনি তার লজ্জা কেড়ে নেন। (ইব্‌নে মাজাহ্)

১৪২। নবীজী বলেন, অতিরিক্ত কথা বললে অন্তঃকরণ শক্ত হয়ে যায়। যার অন্তঃকরণ যত শক্ত, সে আল্লাহর নিকট থেকে তত দূরে। (তিরমিজি)

১৪৩। নবীজী বলেন, মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বেশি গুনাহ্‌গার, যে অতিরিক্ত কথা বলে। (আবুশ্ শায়েখ)

১৪৪। নবীজী বলেন, মানুষের বেশির ভাগ গুনাহ্ তার কথার দ্বারা অর্জিত হয়। (তিবরানী)

লজ্জা

১৪৫। নবীজী বলেন, লজ্জা ঈমানের অন্যতম ভূষণ। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪৬। নবীজী বলেন, যার মধ্যে লজ্জা থাকবে, তার মধ্যে এক বিশেষ ধরনের সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। (তিরমিজি)

নম্র ব্যবহার

১৪৭। নবীজী বলেন, আল্লাহ্ নিজে আলিম। তিনি ইলম ও নম্রতাকে পছন্দ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪৮। নবীজী বলেন, সকল কাজেই নম্র ব্যবহার করো। মনে রেখো, আল্লাহ্ যখন কোন পরিবারের ভাল চান, তখন সর্বপ্রথম তাদের নম্র ব্যবহার করার তৌফিক দান করেন। (আহমদ)

১৪৯। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি নম্র ব্যবহার করবে, এবং সরল জীবন যাপন করবে, তার জন্য দোজখের আগুন হারাম। (তিরমিজি)

১৫০। নবীজী বলেন, সদ্‌কা দান করলে সম্পদ কমে যায় না; ক্ষমাকারীর সম্মান বৃদ্ধি পায়। যে নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মর্যাদা উন্নত করেন। (মুসলিম)

রাগ হওয়া

১৫১। নবীজী বলেন, দাড়ানো অবস্থায় রাগ হলে বসে পড়বে আর বসা অবস্থায় রাগ হলে শুয়ে পড়বে। (ইব্‌নে হিব্‌বান)

১৫২। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি রাগ দমন করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার উপর থেকে আজাব সরিয়ে নেন এবং যে ব্যক্তি নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার সমস্ত দোষত্রুটি গোপন রাখেন। (তিবরানী)

হিংসা ও অহংকার

১৫৩। নবীজী বলেন, হিংসা থেকে নিজেকে রক্ষা কর, কেননা আগুন যেমন শুকনো কাঠকে পুড়িয়ে ফেলে, হিংসাও তেমনি পুণ্যকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। (বায়হাকী)

১৫৪। নবীজী বলেন, যার অন্তরে তিল পরিমাণ ও ঈমানের অংশ রয়েছে সে দোযখে যাবে না। আর যার অন্তরে তিল পরিমাণও অহঙ্কার আছে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইব্‌নে মাজাহ্)

১৫৫। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তির অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহংকার থাকবে, আল্লাহ্ তাঁকে উল্টোমুখী করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। (বায়হাকী)

সাদাসিধে পোশাক

১৫৬। নবীজী বলেন, সাদাসিধে পোশাক পরিধান করা ঈমানের একটি চিহ্ন। (আবু দাউদ)

১৫৭। নবীজী বলেন, যদি কোন মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইকে কাপড় দান করে, তবে সেই কাপড় যতক্ষণ তার পরিধানে থাকবে, ততক্ষণ কাপড় দানকারী আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে থাকবে। (তিরমিজি)

সদ্ব্যবহার

১৫৮। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি দুর্বলের সাথে নম্র ব্যবহার করবে, পিতা-মাতার যত্ন নিবে এবং চাকর-বাকরের প্রতি দয়া দেখাবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (তিরমিজি)

১৫৯। নবীজী বলেন, মিথ্যা শপথকারীর জন্য দোযখের আজাব নিশ্চিত। (মুসলিম)

১৬০। নবীজী বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দান করা ও সত্য সাক্ষ্য গোপন করা একই ধরনের গুনাহ্। (তিবরানী)

১৬১। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি পায়ের গিরার নিচে পোশাক পরিধান করবে সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬২। নবীজী বলেন, এক ঘন্টা অত্যাচার করা ষাট বছরের অপরাধকে ও হার মানায়। (ইসাবাহান)

১৬৩। নবীজী বলেন, অত্যাচারী বাদশাহকে সবচাইতে কঠিন ও ভীষণ আযাব দেয়া হবে। (তিরমিজি)

১৬৪। নবীজী বলেন, অত্যাচারী শাসনকর্তার নামাজ কবুল হয় না। (হাকেম)

১৬৫। নবীজী বলেন, যে শাসনকর্তা তার প্রজার আমানত নষ্ট করে, তার জন্যে বেহেশ্‌ত হারাম। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৬। নবীজী বলেন, ন্যায় বিচারক ও শাসনকর্তা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৭। নবীজী বলেন, ন্যায় বিচারক শাসনকর্তা জান্নাতি। (মুসলিম)

১৬৮। নবীজী বলেন, পিতা-মাতার পায়ের তলায় সন্তানের বেহেশ্‌ত। (তিবরানী)

সুদখোর ও সুদদাতা

১৬৯। নবীজী বলেন, কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে সুদের প্রচলন বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে অভাব-অনটন ও অকাল শুরু হয়ে যায়। (আহমদ)

১৭০ নবীজী বলেন, সুদ যদিও সম্পদ বৃদ্ধি করে। কিন্তু এর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কমের দিকে নিয়ে যায়। (ইব্‌নে মাজাহ্)

১৭১। নবীজী বলেন, সুদখোর ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। (হাকেম)

১৭২। নবীজী বলেন, কোন ব্যক্তি প্রকৃত মু'মীন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে ব্যক্তি যা নিজের জন্য পছন্দ করে তা অন্যের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী, মুসলিম)

১৭৩। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি কোন মু'মীনকে ক্ষতি করে বা ধোকা দেয় সে অভিশপ্ত। (তিরমিজি)

১৭৪। নবীজী বলেন, তোমরা পরস্পরকে হিংসা করো না, একে অপরের সাথে ঝগড়া বিবাদ করো না, একে অপরকে বিপদে ফেল না। আল্লাহর বান্দাকে ভাই হিসেবে গণ্য করো। (বুখারী, মুসলিম)

কুরআন তিলাওয়াত

১৭৫। নবীজী বলেন, তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শেখায়। (বুখারী)

১৭৬। নবীজী বলেন, কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারাই বান্দা আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল করতে পারে। (তিরমিজি)

১৭৭। নবীজী বলেন, সুন্দর লাহানে সুমধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত কর। (আবু দাউদ)

১৭৮। নবীজী বলেন, তোমরা বড় আওয়াজে কিংবা একেবারে ক্ষীণ সুরে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে। (তিরমিজি)

রাসুল (সঃ) এর প্রতি ভালবাসা

১৭৯। প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান- সন্ততি ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হই। (বোখারী)

রাসুল (সঃ) এর শাফায়াত

১৮০। হযরত রাসূল (সঃ) বলেছেন , প্রত্যেক নবীর জন্য একেকটি মকবুল বা গৃহিত দোয়া রয়েছে , যা দ্বারা তিনি দোয়া করে থাকেন আর আমি আমার দোয়াটি আখেরাতের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে চাই, যা দ্বারা আখেরাতে আমার (গুনাহ্‌গার) উম্মতের ব্যাপারে শাফায়াত করব। (বোখারী)

রাসূল (সঃ) এর ইলমে গায়েব

১৮১। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার প্রিয় রাসূল (সঃ) আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে (প্রকাশ্যে সাহাবায়ে কেরামের সামনে) সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন কি জান্নাতিরা জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে চলে যাওয়া পর্যন্ত বলে দিলেন। (বোখারী)

১৮২। প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন,নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য দুনিয়ার (পর্দা) তুলে দিয়েছেন, অতঃপর আমি দুনিয়ার শুরু হতে কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে যা কিছু ঘটবে তা সব এমন ভাবে দেখতে পাচ্ছি যেমনি করে দেখতে পাচ্ছি আমার এ হাতের তালুকে। (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব)

রাসূল (সঃ) শেষ নবী

১৮৩। প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন, আমি সর্বশেষ নবী , আমার পরে আর কোনো নবীর আগমণ হবে না । (আবু দাউদ, তিরমিযি, মিশকাত শরীফ)

রাসূল (সঃ) হায়াতুন নবী

১৮৪। প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক নবীগনের দেহ মুবারক খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন । আর আল্লাহর নবী জীবিত ও রিযক্ব দেওয়া হয়। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

রাসূল (সঃ) এর যিয়ারত

১৮৫। হযরত রাসূলে (সঃ) এরশাদ করেছেন, যে আমার রওজা যিয়ারত করে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। (দারে কুত্বনী)

মক্বামে মাহমুদ

১৮৬। রাসূল (সঃ) এরশাদ করেন, ক্বিয়ামত দিবসে সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে, আমি আমার উম্মতকে নিয়ে এক টিলার উপর অবস্থান করব, আমাকে আমার রব সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। অতঃপর আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে, আল্লাহর মর্জি মোতাবেক আমি আরয করব এবং সেটিই মক্বামে মাহমূদ (ইবনে হিব্বান)

রাসূল (সঃ) নূরের সৃষ্টি

১৮৭। নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেন, আমার জন্মের প্রাক্কালে তন্দ্রাবস্থায় আম্মাজান দেখেছিলেন একটি নূর তাঁর গর্ভ হতে বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমুহ পর্যন্ত আলোকিত করেছে, আর আমি আমার মায়ের দেখা সেই নূর। (মিশকাত)

ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ)

১৮৮। হযরত আবু কাতাদা আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় রাসূল (সঃ) কে সোমবার দিবসে রোযা রাখা সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ঐ দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ঐ দিনই আমার প্রতি প্রথম অহী অবর্তীণ করা হয়েছে, (মুসলিম)

কিয়াম করা সুন্নাত

১৮৯। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, মদিনার একটি ইহুদি সম্প্রদায় বনু কুরাইযা হুযুর (দঃ) এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে খন্দকের যুদ্ধের সময় মদিনা আক্রমণ করার অপরাধে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে আত্মসমর্পনের উদ্দেশ্যে যখন হযরত সায়াদ ইবনে মাআয (রাঃ) এর বিচার মেনে নিতে রাজী হলো তখন নবী করিম (সঃ) হযরত সাআদকে আনার জন্য লোক পাঠালেন ,

হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) হুজুর (সঃ) এর নিকটবর্তী স্থানে তাবুতে ছিলেন , হযরত সাআদ (রাঃ) গাধার পিঠে করে আসলেন , যখন তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলেন তখন নবী করিম (দঃ) মসজিদে উপস্থিত মদিনাবাসী আনসারগণকে লক্ষ্য করে বললেন -তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাও। (বুখারী, মুসলিম)

রাসূল (সঃ) এর নাম শুনে চুমু খাওয়া

১৯০। হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত ,তিনি যখন মুয়াযযিনকে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ বলতে শোনলেন, তখন তিনিও তা বললেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ে চুমু খেয়ে তা চোখে বুলিয়ে নিলেন, তা দেখে রাসূল (দঃ) ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার বন্দুর ন্যায় এ আমল করবে তার জন্য আমার সুপারিশ বৈধ হয়ে গেল ।(মুসনাদে ফিরদাউস)

আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা

১৯১। নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেন, আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারী ও সর্বোত্তম জিনিস রেখে যাচ্ছি, এক-আল্লাহ তা'আলার কিতাব, দুই-হচ্ছে আমার আহলে বাইত।

১৯২। রাসূল (সঃ) বলেন, আল্লাহর ভালবাসার কারণে আমাকে ভালবাস আর আমার ভালবাসার কারণে আমার আহলে বাইতকে ভালবাস। (তিরমিযি)

১৯৩। রাসূল (সঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে আমার আহলে বাইত হচ্ছে , হযরত নুহ (আঃ) এর কিস্তির মত, যে তাতে আরোহন করবে সে মুক্তি পাবে। আর যে দূরে থাকবে সে ধবংস হবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

১৯৪। রাসূলে খোদা (সঃ) বলেন , কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেক বংশীয় ও আত্নীয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, তবে আমার বংশ ও আত্নীয়ের সম্পর্ক কাজে আসবে। (দুররে মুখতার)

১৯৫। রাসূল (সঃ) বলেন, এই প্রতিনিধিত্ব কুরাইশদের মধ্যেই বিরাজমান থাকবে, যতক্ষণ দুজন ব্যক্তি ও অবশিষ্ট থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আউলিয়া কেরামের মর্যাদা

১৯৬। রাসূল (সঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, যে আমার ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। (বুখারী শরীফ)

হাত তুলে মোনাজাত করা

১৯৭। রাসূল (সঃ) বলেন, যখন তোমরা আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া কর তখন তোমাদের হাতের তালু প্রদর্শন কর, হাতের পৃষ্ঠ দ্বারা প্রার্থনা করো না।

(আবু দাউদ শরীফ)

১৯৮। রাসূল (সঃ) বলেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লাজুক (দোয়া ক্ববুলের ক্ষেত্রে) এবং দান শীল , কোন বান্দা যখন তার কাছে দু'হাত তুলে তখন তিনি ঐ বান্দার উভয় হাত খালি ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন। (আবু দাউদ শরীফ)

১৯৯। রাসূল (সঃ) বলেন, নিশ্চয় নবীপাক (সঃ) যখনই দোয়া-মুনাজাত করতেন তখনই হাত ওঠাতেন আর উভয় হাত চেহারার উপর মালিশ করতেন।

(আবু দাউদ শরীফ)

মিসওয়াকের গুরুত্ব

২০০। রাসূল (সঃ) বলেন, মিসওয়াক হল মুখ পরিস্কার করার উপায় বা উপকরন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। (নাসায়ী, দারেমী)

২০১। রাসূল (সঃ) বলেন, চারটি বিষয় রয়েছে যা রাসুলগণের সুন্নাত, যথা- ১। লজ্জা করা ২। সুগন্ধি ব্যবহার করা। ৩। মিসওয়াক করা ৪। বিবাহ করা।

(তিরমিযি শরীফ)

২০২। রাসূল (সঃ) বলেন, যে নামায পড়ার পূর্বে মিসওয়াক করা হয়। এর ফযিলত, যে নামাজের পূর্বে মিসওয়াক করা হয়নি তার ফযিলতের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী। (বায়হাকী, মিশকাত)

২০৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নিশ্চয়ই নবী করিম (সঃ) চাই রাত্রে হোক কিংবা দিনে , যখনই ঘুম হতে জাগ্রত হতেন, অযুর পূর্বে মিসওয়াক করে নিতেন। (আবু দাউদ)

দরুদ পাঠের গুরুত্ব

২০৪। রাসূল (সঃ) বলেন, যে আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উপর দশবার রহমত অবতীর্ণ করবেন। (মুসলিম)

২০৫। রাসূল (সঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তিই কিয়ামতের দিবসে সকলের চেয়ে আমার অধিক নিকটে থাকবে, যে আমার উপর অধিক হারে দরুদ পাঠ করবে।

(তিরমিযি শরীফ)

২০৬। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই দোয়া নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে তোমরা নবীর উপর দরুদ পাঠ না করা পর্যন্ত দোয়ার কিছুই উপরে উঠবেনা। (তিরমিযি শরীফ)

২০৭। রাসূল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমার রওজা শরীফের নিকট আমার প্রতি দরুদ সালাম পাঠ করে, আমি তা শুনতে পাই, আর যে ব্যক্তি দুর থেকে আমার প্রতি দরুদ সালাম পাঠ করে তা (ফেরেস্তা কর্তৃক) আমার নিকট পৌছানো হয়।

২০৮। রাসূল (সঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় কৃপণ, যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হল। অথচ সে আমার উপর দরুদ পাঠ করে না। (তিরমিযি)

২০৯। রাসূল (সঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তির নাসিকা ধুলায় মলিন হোক যার সম্মুখে আমার নাম উল্লেখ করা হলো, অথচ সে আমার উপর দরুদ সালাম পাঠ করলো না।

(তিরমিযি)

দাড়ি রাখা

২১০। রাসূল (সঃ) বলেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত আমল কর, দাঁড়ি পরিপূর্ণভাবে রেখে দাও, এবং মোচ খাটো কর। (বুখারী)

কদম বুচি করা

২১১। হযরত যোরা (রাঃ) বলেন, আমরা যখন মদিনা শরিফে আগমণ করলাম, তখন আমাদের বাহন হতে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম এবং রাসুল করিম (দঃ) এর হস্ত মুবারক এবং কদম মুবারক চুম্বন করলাম। (আবু দাউদ)

শাওয়ালের ৬ রোযা

২১২। রাসূল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর (শাওয়াল মাসে) ছয়টি রোযা পালন করে, তার জন্য সারা বছরের রোযা হয়ে যাবে যে একটি ইবাদত করে তার জন্য দশগুণ সাওয়াব রয়েছে। (ইবনে মাজাহ)

আখেরাতের প্রশ্ন

২১৩। রাসূল (সঃ) বলেন, কেয়ামত দিবসে পাঁচটি প্রশ্ন করার পূর্বে বনী আদমের পা এক কদমও নড়তে পারবে না।যথা-১। স্বীয় জীবনটা কোন পথে কাঠিয়েছে ? ২। যৌবনের শক্তি কোন কাজে লাগিয়েছে ? ৩। ধন সম্পদ কোন পথে উপার্জন করেছে? ৪। কোন পথে সম্পদ ব্যয় করছে? ৫। ইলম বা জ্ঞান সম্পর্কে যতটুকু জানত সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (মিশকাত)

হাদিস শরীফ চর্চা

২১৪। রাসূল (সঃ) বলেন, একটি আয়াত (বাক্য) হলেও আমার পক্ষ থেকে তোমরা অন্যের নিকট পৌছিয়ে দাও, আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা কর, তাতে কোন দোষ নেই যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ বা আমার নামে কোন মিথ্যা হাদিস রচনা করে তার জাহান্নাম সন্ধান করা উচিৎ।

(তিরমিযি)

২১৫। রাসূল (সঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তি কে সজীব রাখুন, যে আমার কথা (হাদিস শরীফ) শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সে ভাবে অন্যজনের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

বাইয়াতের গুরুত্ব

২১৬। রাসূল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মৃত্যু বরন করল, সে জাহিলিয়াতে মৃত্যুবরন করল। (মুসলিম)

জ্ঞান অর্জন করা

২১৭। রাসূল (সঃ) বলেন, এলম বা জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। (মিশকাত)

সঠিক দল

২১৮। রাসূল (সঃ) বলেন, বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে এবং একদল ব্যতীত বাকী অন্যান্য সব দলই জাহান্নামী হবে, সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সেই নাজাত প্রাপ্ত দল কোনটি? প্রিয় নবি (সঃ) বললেন, আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে মতাদর্শের উপর রয়েছি। (তিরমিযি)

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

২১৯। রাসূল (সঃ) বলেন, দোযখের আগুণ স্পর্শ করবেনা ঐ মুসলমানকে যে আমাকে দেখেছে অথবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে। (তিরমিযি)

২২০। রাসূল (সঃ) বলেন, সর্বোত্তম উম্মত তারাই (সাহায়ে কেরাম) অতঃপর তাদের পরে যারা (তাবেঈন) , অতঃপর তাদের পরে যারা (তবে তাবেঈন।) (বুখারী)

নারীর অধিকার

২২১। রাসূল (সঃ) বলেন, পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার চরিএ উত্তম এবং যে স্বীয় পরিবার পরিজন (স্ত্রী পুত্রের) প্রতি সদয়। (তিরমিযি)

২২২। রাসূল (সঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যেন পুএ সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য না দেয়, তা হলে তাকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত দান করবেন। (আবু দাউদ)

বিবিধ হাদিসসমূহ

২২৩। নবীজী বলেন, সেই ব্যক্তিই বড় বখিল যে ব্যক্তি সালাম দেয়ার ব্যাপারে কৃপণতা করে। (আদাবুল মুফরাদ)

২২৪। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় সে আল্লাহ্‌র অতি নিকটবর্তী। (আবু দাউদ)

২২৫। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ্ পাক তার উপর দয়া করেন না। (বুখারী)

২২৫। নবীজী বলেন, দুইটি জিনিস আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়- (১) আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর চোখের পানি। (২) আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদের রক্ত। (তিরমিজি)

২২৬। নবীজী বলেন, আল্লাহর দেয়া কাজের ভেতরে হালাল রুজি অর্জন করাও কাজ। (সগীর)

২২৭। নবীজী বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হল, যে কোরান শিক্ষা করে ও মানুষকে শিক্ষা দেয়। (মুসলিম)

২২৮। নবীজী বলেন, প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর উপর বিদ্যা অর্জন করা ফরজ। (মুসলিম)

২২৯। নবীজী বলেন, দুনিয়া মু'মিন বান্দাদের জন্য হাজতখানা আর কাফেরদের জন্য জান্নাত। (মুসলিম)

২৩০। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

২৩১। রাসূলে পাক (সঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। (মেশকাত)

২৩২। নবীজী বলেন, তোমরা পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি হতে আমাকে বেশি ভাল না বাসবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৩৩। নবীজী বলেন, হাশরের দিন তিন প্রকার লোক অপরের জন্য সুপারিশ করতে পারবে। (১) নবী পয়গম্বরগণ (২) আলেমগণ (৩) শহীদগণ। (ইব্‌নে মাজা)

২৩৪। নবীজী বলেন, সাতটি জিনিস মানুষের ধ্বংস করে, তার মধ্যে প্রধান হল যাদু করা। (বুখারী)

২৩৫। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় সে আল্লাহ্‌র অতি নিকটবর্তী। (আবু দাউদ)

২৩৬। নবীজী বলেন, ছোট বড়কে, পথচারী বসে থাকা ব্যক্তিকে, কমসংখ্যক বেশিসংখ্যককে আগে সালাম দিবে। (আদাবুল মুফরাদ)

২৩৭। নবীজী বলেন, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত। (তিরমিজি)

২৩৮। নবীজী বলেন, সাদাসিধে জীবনযাপন, মধ্যম পথ অনুসরণ ও হাসিখুশি থাকার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। (মিশকাত)

২৩৯। নবীজী বলেন, আমি তোমাদের এমন উপায় বলে দিচ্ছি যাতে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পাবে। তোমরা বেশি বেশি সালাম বিনিময় কর। (মুসলিম)

২৪০। নবীজী বলেন, সবচাইতে বড় বখিল সেই ব্যক্তি যে সালাম দেওয়ার ব্যাপারে কৃপণতা করে। (আদাবুল মুফরাদ)

২৪১। নবীজী বলেন, তোমরা কোন সভায় গমন করলে প্রথমে সালাম করবে, সেখান থেকে বিদায়কালে পুনরায় সালাম দিবে। (তিরমিজি)

২৪২। নবীজী বলেন, কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকের কাজ। আর কোন মুসলমানকে হত্যা করা কুফরীর কাজ। (বুখারী)

২৪৩। নবীজী বলেন, কোন মুসলমানকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার সমতুল্য। (বুখারী ও মুসলিম)

২৪৪। নবীজী বলেন, যে লোক জীবের প্রতি দয়া দেখায় না, আল্লাহ্ তা'য়ালাও তার প্রতি রহমত করেন না। (সিহাহ)

২৪৫। নবীজী বলেন, যে লোক কারো প্রতি দয়া দেখাবে, আল্লাহ্ তা'য়ালাও তার উপর দয়া দেখাবেন। (আবু দাউদ)

২৪৬ নবীজী বলেন, যে যুবক কোন বৃদ্ধকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এমন লোক তৈরি করে রাখবেন, যে তাকে সম্মান দেখাবে। (তিরমিজি)

২৪৭। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধা করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। (তিরমিজি।

২৪৮ নবীজী বলেন, মাথার সাথে দেহের যেরূপ সম্পর্ক ঈমানের সাথে ধৈর্যের সেরূপ সম্পর্ক। (ছগির)

২৪৯। নবীজী বলেন, ধৈর্য দানশীলতা থেকে উত্তম। (আহমদ)

২৫০। নবীজী বলেন, বিপদে ধৈর্য ধারণ করাই মহত্ত্বের বাহন। ছেহাহ)

২৫১। নবীজী বলেন, যে বিপদে অধীর হয়, তাহার ধৈর্য হল না। (আসকিয়)

২৫২। নবীজী বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দয়ালু, তিনি দয়ালুকে ভাল বাসেন। দয়ালুকে যাহা দান করেন, নির্দয়কে তাহা দান করেন না। (মুসলিম)

২৫৩। নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি দয়াগুণ থেকে বঞ্চিত, সে সমস্ত গুণ থেকে বঞ্চিত। (মুসলিম)

২৫৪। নবীজী বলেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর রোগীর সেবা কর। (বুখারী)

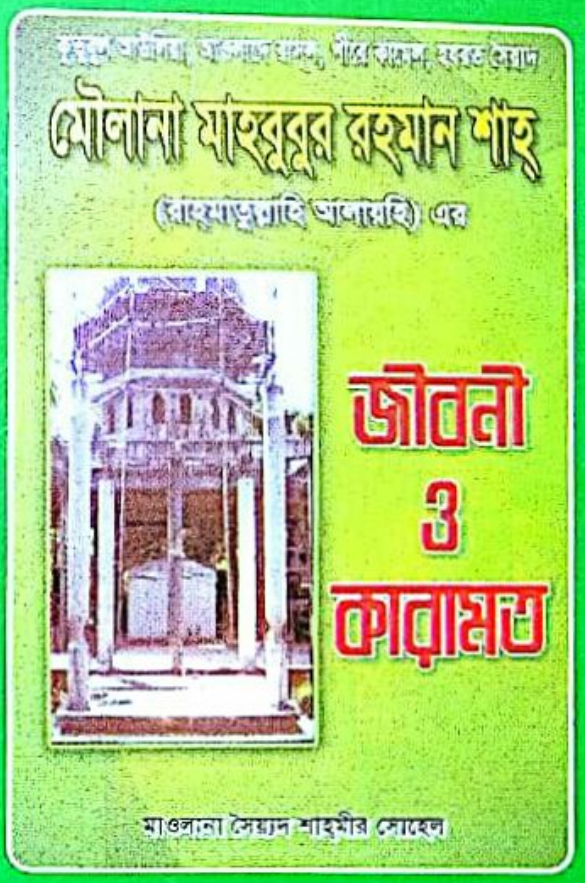
মৌলানা মাহবুবুর রহমান শাহ্
(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর
জীবনী
ও
কারামত
মাওলানা সৈয়্যদ শাহ্মীর সোহেল

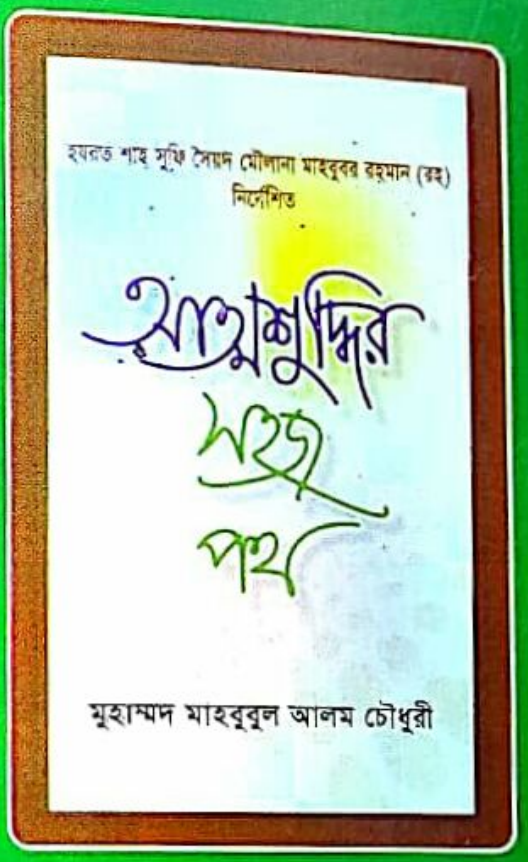
হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মৌলানা মাহবুবর রহমান (রহ:)
নির্দেশিত
মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম চৌধুরী

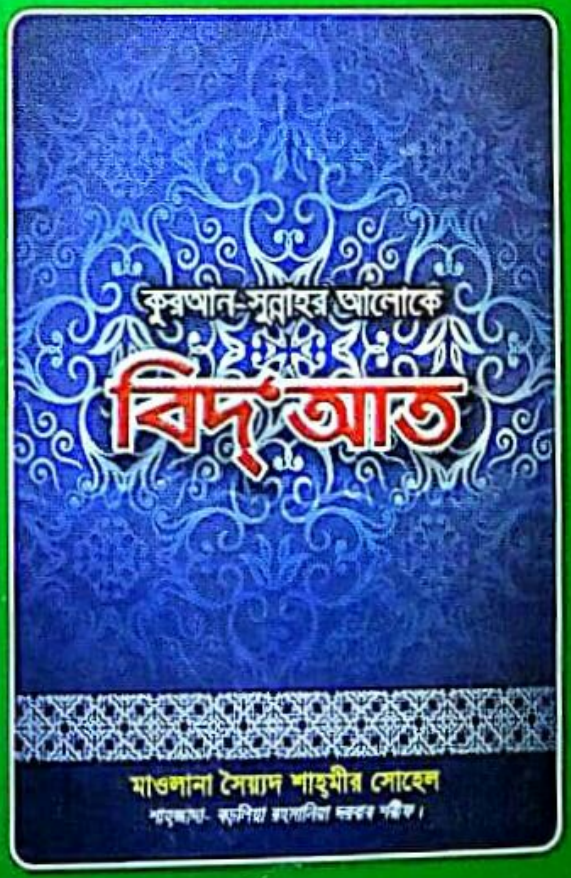
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
বিদ'আত
মাওলানা সৈয়্যদ শাহ্মীর সোহেল